প্রথম জাতীয় প্রতিবন্ধী কনভেনশন

সকল পর্যায়ে সমঅধিকারের দাবি

রিপোর্ট: **সাইফুল হাসান**

ঐক্য, প্রতিনিধিত্ব, মানবাধিকার- এই ৩টি স্লোগানকে সামনে রেখে ১৯ জুন অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জাতীয় প্রতিবন্ধী কনভেনশন। ধানমন্ডি মহিলা কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে সারা দেশ থেকে প্রায় আড়াই হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যোগ দেয়। এডিডি বাংলাদেশ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রধান কামরুল ইসলাম সিদ্দিক।

‘দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা জাতীয় নির্বাচনে দক্ষতার সঙ্গে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করেছে। স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচনে লড়াই করেছে। ইতিমধ্যেই তাদের আন্দোলন সমাজে আলাদা মর্যাদার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কার্যক্রমে বিশ্বব্যাপী আমরা প্রশংসিত হয়েছি’

রোকিয়া এ রহমান

সাবেক উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার

প্রাকৃতিক বৈরিতা সত্ত্বেও ধানমন্ডি মহিলা কমপ্লেক্সে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্য করার মতো। বৃষ্টি, প্রতিবন্ধিতা কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে।

দশ বছর ধরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করছে অ্যাকশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এডিডি)। আফ্রিকা ও এশিয়া অঞ্চলের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলোকে সহযোগিতা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সমন্বিত নীতিনির্ধারণ কাজ করাই এই সংগঠনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে এডিডি ১০ বছর আগে কুষ্টিয়া জেলায় কাজ শুরু করে। তারপর একে একে এই সংগঠন আজ ২৩টি জেলায় সাংগঠনিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজে দারিদ্র্য, অবহেলিত এবং বৈষম্যের শিকার। এই বৈষম্য যতটা না রাজনৈতিক তারচেয়েও বেশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক। দেশে ১ কোটি ৪০ লাখ প্রতিবন্ধী। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কোনো নীতিতেই তাদের প্রবেশ নেই। অধিকার শব্দটি তাদের কাছে অলীক কল্পনার মতো। ঠিক এই

জায়গাতেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের লড়াই। এই লড়াইকে এগিয়ে নিতেই প্রয়োজন সংগঠন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে সংগঠিত হতে পারে, তাদের মধ্যে যে সহজাত নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা আছে এই বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠা করাই এডিডির জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। আপাতত চ্যালেঞ্জে এডিডি ও দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা জয়ী। প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার লড়াইয়ে আরো ঐক্য ও সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা কনভেনশনের আয়োজন হয়। ঐক্য বা সংগঠন শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নয়, ঐক্য সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে। যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলনে সকল শ্রেণীর মানুষ শামিল হয় এবং তাদের সংগ্রামকে সামনে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে।

কনভেনশনে বিভিন্ন বক্তা তাদের বক্তব্যে এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেন। অন্যদিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি ক্রমবর্ধমান হারে সহিংসতাও বাড়ছে। অনুষ্ঠানের ৪টি সেশনে বিভিন্ন বক্তারাও এই বিষয়টির কথা উল্লেখ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠন গড়ে তোলার জন্য পরামর্শ দেন।

কনভেনশনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের সামনে বিভিন্ন দুঃখজনক অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মতবিনিময়ের ফলে কনভেনশন একটি সার্থক রূপ পায়। দূর থেকে সহানুভূতি দেখানো নয় বরং কাছ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যাগুলো বুঝতে হবে, তাদের দাবির প্রতি সমর্থন যোগাতে হবে, এই ছিল মূল ভাবার্থ। বিশেষ করে সরকারের যে অনেক কিছু করার আছে ঘুরেফিরে এই বিষয়টি বারবার আলোচিত হয়। বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতাও দুর্বল করে, ঐক্য আমাদের সংগঠিত ও সামনে এগিয়ে নেয়। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের বিচ্ছিন্ন অংশ মনে না করে বরং তাদের উন্নয়নের মূল ধারায় প্রবেশের সুযোগ করে দেয়াকেই সবাই সমর্থন করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্পিকার ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার বলেন, 'প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিকভাবে সব কাজে সুযোগ করে দেয়া আমাদের কর্তব্য। এই কনভেনশন প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি বড় সাফল্য। তাদের সম্পর্কে সমাজে নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। এর মূল কারণ দারিদ্র্য। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।'

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত প্রতিবন্ধিতাকে স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদিও ব্যাপারটি তা নয়। কনভেনশনের একটি সেশনের অতিথি ছিলেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, 'প্রতিবন্ধীদের সমস্যাকে মেডিকেল সমস্যা হিসেবে দেখা হয়। এটা আসলে ভুল

'প্রতিবন্ধীদের সমস্যাকে মেডিকেল সমস্যা হিসেবে দেখা হয়। এটা আসলে ভুল ধারণা। সংবিধান মানুষ হিসেবে আমাদের সবাইকে সমান অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। সুতরাং আমি, আপনি সবাই সমান অধিকারের দাবিদার। এই অধিকারগুলো পূরণ না হওয়ার প্রধান কারণ হলো সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জায়গায় কাজ করতে হবে'
শাহাদত চৌধুরী
m/œv'K, mv vwnK 2000

ধারণা। সংবিধান মানুষ হিসেবে আমাদের সবাইকে সমান অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। সুতরাং আমি, আপনি সবাই সমান অধিকারের দাবিদার। এই অধিকারগুলো পূরণ না হওয়ার প্রধান কারণ হলো সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জায়গায় কাজ করতে হবে। যতই নতুন আইন প্রণয়ন করা হোক না কেন, দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে কোনো লাভ হবে না।' অর্থনীতি পরিষদের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান জানান, শিগগিরই এ বিষয়ে তারা একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করবেন। যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা হবে। ড. আতিউর রহমান বলেন, 'মনের পরিবর্তনই আমাদের উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে পারে। মনের শুষ্কতার প্রাদুর্ভাব আমাদের দরিদ্র করে। জাতির ঐক্যবদ্ধতাই সব দারিদ্র্য দূর করতে পারে।'

কনভেনশনের শেষ পর্বে ছিল ঘোষণাপত্র পাস এবং নবনির্বাচিত জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী নেতৃবৃন্দের শপথ গ্রহণ। ২৩টি জেলার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলো বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ ঘোষণাপত্রের জন্য পাঠায়। যে ঘোষণাপত্রের আলোকে জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী ফেডারেশন পরিচালিত হবে। প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলোর সুপারিশের আলোকে সবার সমর্থনে কেন্দ্রীয় একটি ঘোষণাপত্র পাস হয়। তার আগে জেলা ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের ভোটে আক্তার হোসেন ও হাবিবুর রহমানকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী ফেডারেশনের নবনির্বাচিত এই কমিটি আগামী দিনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে শপথ পাঠ করান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রোকিয়া এ রহমান। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, 'আজকের এই কনভেনশনে এসে আমার খুব ভালো লাগছে। খুব খুশি হয়েছি। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলোর কার্যক্রম অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। আমাদের দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা জাতীয় নির্বাচনে দক্ষতার সঙ্গে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করেছে। স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচনে লড়াই করেছে। ইতিমধ্যেই তাদের আন্দোলন সমাজে আলাদা মর্যাদার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কার্যক্রমে বিশ্বব্যাপী আমরা প্রশংসিত হয়েছি। আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে যান আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি।'

সারা দিনের অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সংসদে সংরক্ষিত ১২টি আসনের দাবিসহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া তুলে ধরেন। তাদের প্রধান বক্তব্য হলো, আমরা মোট জনগোষ্ঠীর ১০ ভাগ। অতএব রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রেই ১০ ভাগ অংশীদারিত্ব আমাদের অধিকার। এডিডি বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ মোশাররফ হোসেন বলেন, 'আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, যারা এই কনভেনশনে এসে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। যারা আসতে পারেনি তারাও ভবিষ্যতে আমাদের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হবে বলে আমি আশাবাদী। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে আমরা দীর্ঘ সময় কাজ করছি। যদিও দেশের প্রতিটি জেলায় কাজ শুরু করতে পারিনি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এই কনভেনশনের মাধ্যমে আমাদের আন্দোলন ও মর্যাদার ব্যাপারটি জাতীয় ভিত্তি পেলো। আমরা আশাবাদী, সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দাবিগুলোর প্রতি আন্তরিক হবে। এবং তাদের সমস্যা মোকাবেলায় এগিয়ে আসবে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে সারা দেশ থেকে যেসব প্রতিবন্ধী ভাইবোনেরা কনভেনশনকে সফল করতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদেরও ধন্যবাদ জানাই।'

কনভেনশনের শেষ পর্বে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথম জাতীয় প্রতিবন্ধী কনভেনশনের কাজ শেষ হয়।

ছবি : **খালেদ সরকার**